পদত্যাগে বাধ্য হন অধ্যক্ষ দায়িত্বে এখন আ.লীগ নেতা

টঙ্গীর সিরাজউদ্দিন বিদ্যানিকেতন অ্যান্ড কলেজ

টঙ্গী (গাজীপুর) সংবাদদাতা
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

টঙ্গীতে সিরাজউদ্দিন সরকার বিদ্যানিকেতন অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. ওয়াদুদুর রহমানকে প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রদের দিয়ে জোরপূর্বক পদত্যাগে বাধ্য করানো হয়। পরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদে দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রতিষ্ঠানটির সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. মুজিবুর রহমানকে। তিনি গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৫৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বাধা প্রদানের মামলার আসামি। এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের বিক্ষোভের মুখে গত ১৯ আগস্ট মো. ওয়াদুদুর রহমান অধ্যক্ষের পদ ছাড়েন।

এ বিষয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, স্থানীয় কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতারা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানটি থেকে অবৈধ উপায়ে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অধ্যক্ষ ওয়াদুদুর রহমানকে জোরপূর্বক পদত্যাগ করান। দলীয় অনুগত শিক্ষক মুজিবুর রহমানকে তার স্থলাভিষিক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। এই কাণ্ডে জড়িত ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. মুজিবুর রহমান। ইতোপূর্বে সহকারী শিক্ষক হিসেবে মজিবুর রহমানের নিয়োগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পরিদর্শন ও নিরীক্ষায় অবৈধভাবে বলে গণ্য করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে মুজিবুর রহমানের গৃহীত সমুদয় সরকারি বেতন-ভাতা ফেরতযোগ্য বলেও সুপারিশ করা হয়।

পদত্যাগে বাধ্য হওয়া অধ্যক্ষ ওয়াদুদুর রহমান বলেন, ২০০৮ সাল থেকে আমার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র চলে আসছে। স্থানীয় স্বার্থান্বেষী মহল আমার কারণে প্রতিষ্ঠানটিতে লুটপাটের সুযোগ না পেয়ে এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারাই বহিরাগত কথিত ছাত্রদের দিয়ে আমাকে অফিসকক্ষে অবরুদ্ধ করে জোরপূর্বক পদত্যাগে বাধ্য করেছে। আমি অন্যায় ও বৈষম্যের শিকার।

অভিযুক্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক মুজিবুর রহমান বলেন, আমি কোনো ষড়যন্ত্রে জড়িত নই। বরং আমার বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র হচ্ছে। অধ্যক্ষকে অপসারণে আমার কোনো ভূমিকা ছিল না। এটি ক্ষুব্ধ সাধারণ ছাত্রদের কাজ।

এ বিষয়ে গাজীপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শাহজাহান বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। এ বিষয়ে তদন্ত করা হবে। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে ওয়াদুদুর রহমানকে পুনরায় স্বপদে বহাল করা হবে।